দেশে ইসলামী নামধারী পত্রিকার নিকৃষ্ট মিথ্যাচারের হাতেনাতে প্রমান
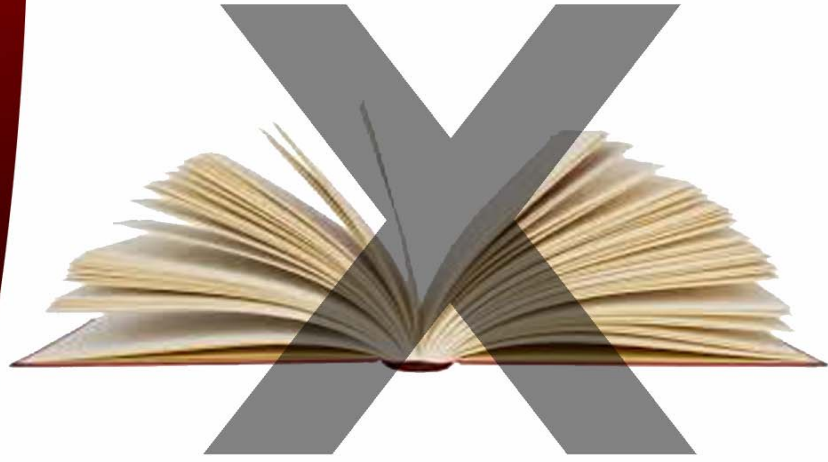
বাংলাদেশের একটি পুরনো পত্রিকা প্রতিষ্ঠান, যারা নিজেদেরকে ইসলামী পত্রিকা বলে দাবী করে থাকে, কোন এক অজানা কারনে বিশ্ব বরেন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ড. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধ শুরু করে। যদিও জাকির নায়েক হক্ব এবং সহীহ হাদীস, কুরআনের আয়াতের দলীলসহ যুক্তিপূর্ন আলোচনা করে থাকেন, তারপরেও কি কারনে পত্রিকাটি তার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারন শুরু করে তা অজানা। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয়টি হল, মাসায়েল জনিত কারনে যদি কেউ কারও বিপক্ষে লেখনি ধরে তবে তা যুক্তিপূর্ন বিষয়, কিন্তু মাসায়েলজনিত কোন কারন নয়, বরং ইসলামবিদ্বেষী প্রমান করার জন্য প্রান্তান্তকর চেষ্টা, এমনকি মিথ্যা বলেও চেষ্টা করা একটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার জন্যে লজ্জাকর এবং কলংকজনক। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কাউকে হেয় করার মানসিকতা একটি মারাত্মক অপরাধ, আর যে প্রতিষ্ঠান কোন এক অজানা স্বার্থের কারনে বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিদ্বয়কে হেয় করে তাদের উপর জনগনেরও আস্থা রাখার বিষয়টি প্রশ্নের সন্মূখীন। মাসিক আদর্শ নারী- নামক পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১২ এর সংখ্যাটি আমাদের কাছে আসলে এর ৮, ৯ নং পৃষ্ঠাটিতে দেখা যায় যে, বলা হচ্ছে :

আল্লাহ-তাআলার রয়েছে আল-আসমাউল হুসনা। তোমরা তাকে সেই নামসমূহ দ্বারা ডাক (সুরা আরাফ : ১৮০)

তবে ৯ নং পৃষ্ঠাতে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে *জাকির নায়েক বলেছেন: সকল সুন্দর নামই আল্লাহর, এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন- আল্লাহকে যেকোন সুন্দর নামেই ডাকা যাবে।* অর্থাত, কুরআনের ৯৯টি নামের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করছেন, দেখুন নিজেরাই ....

ডাক্তার জাকির নায়েক কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করছেন

আল্লাহর নাম সম্পর্কে ভ্রান্ত চিন্তাধারা সৃষ্টি

মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী

(গত সংখ্যার পর)

ডাক্তার জাকির নায়েকের পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ সম্পর্কে মনগড়া অপব্যাখ্যা সম্পর্কে বিগত ১৮টি সংখ্যায় বহু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে ডাক্তার জাকির নায়েক কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে মনগড়া অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের মধ্যে গোমরাহীর জন্ম দিয়েছেন।

এ সংখ্যায় মহান আল্লাহর নাম প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের আয়াতের মনগড়া অনুবাদ ও অপব্যাখ্যা করে ডাক্তার জাকির নায়েক যে ভয়াবহ ফিতনার সৃষ্টি করেছেন, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। যাতে কেউ তার ভ্রান্ত চিন্তাধারা দ্বারা পথভ্রষ্ট না হন।

আল্লাহর নামসমূহের প্রতি নিরঙ্কুশ ঈমান রাখা জরুরী

ইসলামের বুনিয়াদ ৫টি–কালিমায়ে শাহাদাত তথা ঈমান এবং নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। তন্মধ্যে ঈমান হচ্ছে প্রধান ভিত্তি। আর ঈমানের মধ্যে প্রধান বিষয় হচ্ছে–মহান আল্লাহর ওপর ঈমান।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে আল্লাহর নামসমূহের প্রতি ঈমান রাখা। আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ নামগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' অর্থাৎ আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলাকে এ নামসমূহের দ্বারা ডাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

"আল্লাহ তা'আলার রয়েছে আল-আসমাউল হুসনা (সুন্দর নামসমূহ)। তোমরা তাঁকে সেই নামসমূহ দ্বারা ডাকো।"

(সূরাহ আ'রাফ, আয়াত নং ১৮০)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

"আল্লাহ–তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তাঁর রয়েছে আল-আসমাউল হুসনা (সুন্দর নামসমূহ)।"

(সূরাহ ত্বহা, আয়াত নং ৮)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

তিনি আল্লাহ তা'আলা খালিক্ব (স্রষ্টা), বারী (অস্তিত্ব দানকারী), মুসাব্বির (রূপ দানকারী); তাঁর রয়েছে আল-আসমাউল হুসনা (সুন্দর নামসমূহ)।"

(সূরাহ হাশর, আয়াত নং ২৪)

এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মহান আল্লাহর উক্ত ৯৯ নামের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এ নামসমূহ তাঁর সত্তাগত পরিচয় ও তাঁর গুণাবলী প্রকাশ করে। মহান আল্লাহর এ নামসমূহ ও তাঁর গুণসমূহের প্রতি নিরঙ্কুশ ঈমান রাখা জরুরী।

আল্লাহ তা'আলার এ নামসমূহ ইয়াদ করে এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করতঃ তা হৃদয়পটে অঙ্কিত রাখা, এ নামসমূহ দ্বারা আল্লাহকে ডাকা বা দু'আ করা এবং এ নামসমূহের গুণের তাকাজা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে এ নামসমূহের ইহসা' বা সংরক্ষণের দ্বারা জান্নাত লাভ হবে বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ اِسْمًا مِأَةً اِلَّا وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি বা এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো সংরক্ষণ করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৬৮)

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ সুনির্দিষ্ট

আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বলা হয়েছে। 'আল-আসমাউল হুসনা' অর্থ–সুন্দর নামসমূহ। মহান আল্লাহর এ আল-আসমাউল হুসনা বা সুন্দর নামসমূহ কী–তা পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ, আর-রাহমান, আর-রাহীম, আল-মালিক, আল-কুদ্দুস প্রভৃতি ৯৯ নাম। সুতরাং এ নামসমূহকেই আল্লাহ তা'আলার আল-আসমাউল হুসনা বা সুন্দর নামসমূহ বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং এগুলো দ্বারাই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকতে হবে বা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে হবে।

অবশ্য অন্য শব্দে বা অন্য ভাষায়ও আল্লাহকে ডাকা বা তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার অবকাশ রয়েছে। তবে তার জন্য শর্ত হচ্ছে, সেই শব্দটি আল্লাহর উক্ত ৯৯ নামের মধ্যস্থিত কোন নামের সমার্থক বা যথার্থ অনুবাদ হতে হবে এবং সেই শব্দটি যেন বিধর্মীদের কোন উপাস্যের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বেনিয়াজ। তিনি শিরকযুক্ত নাম বা এ জাতীয় ইবাদত গ্রহণ করেন না। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা (হাদীসে কুদসীতে) ইরশাদ করেন–

اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهٗ وَشِرْكَهٗ

"আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোন আমল করে যাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে এবং তার অংশীদারিত্বকে প্রত্যাখ্যান করি।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮৫)

আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম গুণসূচক

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর ৯৯ নাম তাঁর মহান সত্তার মাহাত্ম্য ও তাঁর মহান গুণসমূহকে প্রকাশ করে। এটা কোনক্রমেই আল্লাহর এককত্বে ব্যত্যয় ঘটায় না।

কিন্তু মুশরিকরা যখন শুনলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আয় বলছেন–'ইয়া আল্লাহ!' 'ইয়া রাহমান!', তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো, এ কেমন কথা, মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য বলেন, অথচ তিনি নিজেই 'হে আল্লাহ!' ও 'হে রাহমান!' বলে দু'জন মা'বূদকে ডাকছেন! তাদের উক্ত প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল করেন–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ
اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

"(হে নবী সা.) বলুন, তোমরা 'আল্লাহ' বলে ডাকো অথবা 'রাহমান' বলে ডাকো, যা বলেই ডাকো–তাঁর রয়েছে আল-আসমাউল হুসনা (সুন্দর নামসমূহ)।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাম যেমন আল্লাহ, তেমনি তাঁর নাম রাহমান এবং তাঁর এভাবে আরো ৯৯টি সুন্দর নাম রয়েছে। এ নামসমূহের যে কোন নামেই আল্লাহকে ডাকা যাবে।

(সূরাহ বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ১১০)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর ৯৯ নামের যেকোন নামে ডাকলে, তাতে আল্লাহ তা'আলাকেই ডাকা হবে এবং এতে আল্লাহ তা'আলার এককত্বে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এসবই আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর বর্ণনাসূচক নাম। এ আয়াত দ্বারা মুশরিকদের প্রশ্নের অপনোদন হয়ে গিয়েছে।

(দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, ৫৩৯ পৃষ্ঠা/ তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১৩তম খণ্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহকে পৃথিবীর যেকোন সুন্দর নামে ডাকতে বলা হয়নি, বরং আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট–পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সুন্দর ৯৯ নাম–যা 'আল-আসমাউল হুসনা' নামে পরিচিত, সেই নামসমূহের যেকোন নামে ডাকতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত আয়াতে উল্লিখিত اَيًّا শব্দটি তা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করছে। কেননা, আরবী ভাষায় এ শব্দটি নির্দিষ্ট গণ্ডিভুক্ত বিষয়কে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে। আর এখানে তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট আসমাউল হুসনা বা সুন্দর ৯৯ নাম।

বলা বাহুল্য, পৃথিবীর যেকোন সুন্দর নাম দ্বারাই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকার কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়নি। বরং আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট আল-আসমাউল হুসনা বা বর্ণিত সুন্দর ৯৯টি নাম দ্বারাই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকতে বলা হয়েছে। আর এখানে এ কথাও বলা হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলাকে যে নামে ডাকা হবে, তা সুন্দর হতে হবে। কেননা, এ নামসমূহতো সুনির্ধারিত এবং সেগুলো সবই সুন্দর। তাই এখানে অসুন্দরের তো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডাক্তার জাকির নায়েক উক্ত আয়াতের অর্থ বিকৃত করে এবং মনগড়া ব্যাখ্যা করে আল্লাহকে যে কোন নামে ডাকা যাবে, তবে নামটি সুন্দর হতে হবে বলে ভ্রান্ত চিন্তাধারা পেশ করেছেন। আর এর ভিত্তিতেই তিনি হিন্দুদের উপাস্য-দেবতার পরিচায়ক ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করাকে সমর্থন করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

(দ্রষ্টব্য : ডাক্তার জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫১৩ এবং ভলিয়াম নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৬৫)

এ পর্যায়ে ডাক্তার জাকির নায়েক পবিত্র কুরআনের সূরাহ বনী ইসরাঈলের উক্ত আয়াতের বিকৃত অনুবাদ করেছেন এভাবে–

"বলো, তোমরা আল্লাহ নামে আহ্বান করো অথবা রাহমান নামে আহ্বান করো, তোমরা যে নামেই আহ্বান করো সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।"

(দ্রষ্টব্য : ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১২৫ ॥ প্রকাশক : পিস পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা)

এখানে ডাক্তার জাকির নায়েক আয়াতটিকে মারাত্মকভাবে বিকৃত করেছেন! যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–"আল্লাহর রয়েছে আল-আসমাউল হুসনা বা সুন্দর নামসমূহ"; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো–আল্লাহর ৯৯ নাম রয়েছে, একে বিকৃত করে ডাক্তার জাকির নায়েক বলেছেন–"সকল সুন্দর নামই আল্লাহর", এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন–আল্লাহকে যেকোন সুন্দর নামেই ডাকা যাবে।

আর এর ওপর ভিত্তি করেই ডাক্তার জাকির নায়েক ভ্রান্ত মতবাদ পেশ করে বলেছেন–

"আপনারা আল্লাহকে যেকোন নামে ডাকতে পারেন, তবে সেটা হতে হবে একটা সুন্দর নাম।"

(দ্রষ্টব্য : ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং ২, পৃষ্ঠা নং ৩৪০ ॥ প্রকাশক : পিস পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা)

ডাক্তার জাকির নায়েকের কথামতো যদি সব সুন্দর নামেই আল্লাহকে ডাকা যায়, তাহলে বলতে হয়–গৃহ, হ্যারিকেন, চমন, আকাশ, রংধনু প্রভৃতি তো সুন্দর নাম, তাহলে কি আল্লাহকে এসব নামে ডাকা যাবে? নাউযুবিল্লাহ, তাতো কখনো জায়িয হবে না। অন্যথায় এতে আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়ার চিজ-আসবাব বানিয়ে শিরক ও কুফরী করা হবে। তেমনি বলতে হয়–'হরি' (অর্থ–দয়ালু) সুন্দর অর্থবোধক নাম বৈকি, এ নামে কি আল্লাহকে ডাকা যাবে? অথবা কোন মুসলমানের নাম কি 'আবদুর রহীম' (অর্থ–দয়ালুর দাস) না রেখে 'হরিদাস' রাখা যাবে? কিংবা কারো নাম 'আবদুল খালিক' বা আবদুর রব না রেখে কি 'ব্রাহ্মদাস' বা 'বিষ্ণুদাস' প্রভৃতি রাখা যাবে? নাউযুবিল্লাহ, তা কোনক্রমেই জায়িয হবে না। বরং এতে হিন্দুদের দেবতাদের সাথে মহান আল্লাহর সত্তাকে গুলিয়ে দেয়ায় অমার্জনীয় শিরক মহাপাপ হবে–যার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ ডাক্তার জাকির নায়েকের কথায় সেসবই বিধেয় হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

আরো ভয়াবহ ব্যাপার হলো, ডাক্তার জাকির নায়েক তার উক্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে পবিত্র কুরআনের কথা বলে চালিয়ে দিয়ে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। ডাক্তার জাকির নায়েক বলেন–

"তাহলে পবিত্র কুরআন বলছে–আপনারা আল্লাহকে যে কোন নামেই ডাকতে পারেন; তবে সেটা হতে হবে সুন্দর নাম...।"

(দ্রষ্টব্য : ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং ৫, পৃষ্ঠা নং ১২৫ ॥ প্রকাশক : পিস পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা)

নাউযুবিল্লাহ, পবিত্র কুরআনের নামে কেমন প্রকাশ্য মিথ্যাচার! কুরআন শরীফের আয়াতকে বিকৃত করে জন্ম দেয়া নিজের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে তিনি কুরআনের নামে চালিয়ে দিয়েছেন! এটা তার কত ভয়াবহ জালিয়াতি!!

উল্লেখ্য, ডাক্তার জাকির নায়েকের এ বক্তব্যে বিভ্রান্ত হয়ে কিছুদিন পূর্বে একলোক আমাদের সম্পাদনা বিভাগে ফোন করে বললেন, "আপনারা বলছেন, আল্লাহ তা'আলাকে ব্রাহ্ম বা বিষ্ণু নামে ডাকা যাবে না। অথচ পবিত্র কুরআনে আছে–তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যে কোন নামেই ডাকতে পারো। সকল সুন্দর নামই তার।"

ডাক্তার জাকির নায়েকের বিকৃত অনুবাদ দ্বারা লোকটি কেমন ধোঁকা খেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন, তা সহজেই অনুমেয়। এভাবে ডাক্তার জাকির নায়েকের বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ সমাজে মারাত্মক গোমরাহী ছড়াচ্ছে।

বস্তুত এটা ঈমানের বিষয়–যা অত্যন্ত নাজুক ব্যাপার, যে ক্ষেত্রে কোনরকম হেরফের দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকা জরুরী। অথচ এ ক্ষেত্রে ডাক্তার জাকির নায়েক মনগড়া উক্তি করে সমাজে ভয়ানক গোমরাহীর সৃষ্টি করেছেন। দ্বীন ও ঈমানের হিফাজতের জন্য ডাক্তার জাকির নায়েকের এ গোমরাহী থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা কর্তব্য। (ক্রমশ.)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ডা. জাকির নায়েক লেকচারসমগ্র, ভলিয়াম নং ১,২,৫ এ তিনি আল্লাহকে যেকোন নামে ডাকা যাবে এবং তাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি নামেও ডাকা যাবে বলেছেন। **একজন লেকচারার, যার অডিও বাজারে খুবই সহজলভ্য, সেটার বরাত না দিয়ে কোনও দেশী প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ কর্মের বরাত কেন দেয়া হল এটাই সবচেয়ে বেশী সন্দেহজনক**, কেননা এই পাবলিকেশন্সের কোন ভূল হলে সরাসরি জাকির নায়েকের উপর দোষ বর্তায় না। যাহোক, বেশ কষ্টের পর ২০০৯ সালের সংস্করনে ২য় ভলিয়মটি পাওয়া যায়। আপনারাই দেখুন পত্রিকাটি ২য় ভলিয়মের ৩৪০ এবং ৫১৩ নং পৃষ্ঠায় কি বলেছে আর বইটিতে কি আছে ...

আপনারা আল্লাহকে যেকোনো নামে ডাকতে পারেন, তবে সেটা হতে হবে একটা সুন্দর নাম। এ নামে আপনার মনে কোনো ছবি ভেসে উঠবে না। আর পবিত্র কুরআনে সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে আহ্বান করা হয়েছে। যেমন : রহমান, রাহিম, আল-হাকিম, পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞ। সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে। আর একথাটা আরো আছে (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৮০), (সূরা ত্বা-হা, আয়াত নং ৮), (সূরা হাশরের, আয়াত নং-২৪), যে, 'সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো যেগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলার।'

কিন্তু আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে কেন আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকি, কিন্তু ইংরেজিতে 'গড' বলে ডাকি না কেন? আল্লাহ একটা বিশুদ্ধ শব্দ। ইংরেজিতে God শব্দটিকে অনেকভাবে বিকৃত করা যায়, যদি God-এর পরে একটা s যোগ করেন সেটা হয় Gods, God-এর বহুবচন। ইসলামে 'আল্লাহ' শব্দটার কোনো বহুবচন নেই। 'কুলহু আল্লাহু আহাদ'। 'বল, তিনি আল্লাহ্ একক।' যদি God-এর পরে es যোগ করেন সেটা হবে Godes, একজন মহিলা God, ইসলামে পুরুষ আল্লাহ বা মহিলা আল্লাহ বলে কিছুই নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো লিঙ্গ নেই। যদি God এর পরে father যোগ করেন সেটা হবে God father, যে আমার God father 'আমার অভিভাবক।' ইসলামে 'আল্লাহ ফাদার' বা 'আল্লাহ আব্বা' বলে কিছু নেই। 'আল্লাহ' একটা মৌলিক শব্দ। যদি God-এর পরে Mother যোগ করেন সেটা হবে God-Mother, ইসলামে 'আল্লাহ মাদার' বা 'আল্লাহ আম্মা' বলে কিছু নেই। যদি গডের পরে 'টিন' শব্দটা লাগান তবে হয় 'টিন গড'। ইসলামে 'টিন আল্লাহ' বলে কিছু নেই।

এ জন্যে আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকি। 'গড' বলে ডাকি না। তবে যখন অমুসলিমদের সাথে কথা বলি তারা হয়তো 'আল্লাহ' শব্দটার মানে বুঝবে না তখন যদি ইংরেজি God ব্যবহার করা হয় তবে কোনো আপত্তি নেই। তবে আল্লাহকে ডাকার সঠিক পদ্ধতি হলো 'আল্লাহ' শব্দটাই। God শব্দটা এখানে সঠিক অনুবাদ নয়। আর এই 'আল্লাহ' নামটা আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে। বাইবেলেও দেখতে পাবেন। আর আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখবেন যে, ঈশ্বরকে যে নামে ডাকা হয়েছে সেটা হলো 'এলোহিম' 'এলা' অর্থাৎ 'ঈশ্বর', 'ইম' হচ্ছে সম্মানার্থে বহুবচন 'এলোহিম'। আর যদি আপনারা বাইবেল পড়েন অনুবাদ (ব্রাদার স্করফিট) তিনি এই এলাহকে লিখেছেন Elah অথবা আরেকটি বানান হলো Allah (এল্লাহ্)। তাই দেখতে পাচ্ছেন ভাই স্করফিটাও একমত যে, উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তারা বলেন 'এল্লাহ্' আর আমরা বলি 'আল্লাহ্'। উচ্চারণ আলাদা তবে শব্দ দুটি এক। এরপরে যীশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশে ঝুলানো হলো, বাইবেলের কথা অনুযায়ী (গ্রজবেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় ২৭,

ভিসা দেয়া হয় নি। বুঝুন! সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, তিনি পৃথিবী পরিদর্শন করছেন এবং তার ভিসারও প্রয়োজন।

আর সর্বশেষ পরীক্ষা হলো, 'তাঁর মতো কেউ নেই।' এটা এতোই শক্তিশালী যে, কেউই আল্লাহ ছাড়া এ পরীক্ষায় টেকে না। যখনই আপনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার সাথে এ দুনিয়ার কারো তুলনা করবেন, পৃথিবীর যে-কোনো জিনিসের সাথে, তিনি আর সৃষ্টিকর্তা নন। ধরুন, কেউ বললো যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আর্নল্ড স্কোয়া জেনেগারের চেয়ে এক হাজার গুণ শক্তিশালী, আপনারা জানেন আর্নল্ড স্কোয়াজেনেগার, কিংকং অথবা দারা সিং যেই হোক না কেন, সে এক হাজার গুণ বা এক মিলিয়ন গুণ যাই হোক না কেন। যে মুহূর্তে আপনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে তুলনা করবেন সে মুহূর্তে তিনি আর সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা থাকবেন না।

পবিত্র কুরআনের ১৭ নং সূরা বনি ইসরাঈলের ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ج

অর্থ : আপনি বলুন! তোমরা আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান বলে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাকো, তার সব নামই উত্তম।

আপনারা আল্লাহকে যে নামে ইচ্ছে ডাকতে পারেন। কিন্তু সেটা সুন্দর নাম হতে হবে, এতে মনের পটে কোনো ছবি আসতে পারবে না। আর পবিত্র কুরআন আল্লাহর কমপক্ষে ৯৯ নাম দিয়েছে। আর রাহমান, আর রাহীম, পরম দয়ালু ও পরমদাতা (এরকম) নাম ৯৯টির কম নয়। ?

আমরা মুসলমানরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে আরবি 'আল্লাহ' নামে ডাকি। আমরা আল্লাহ নামটির অগ্রাধিকার দেবার কারণ হলো, ইংরেজি GOD শব্দের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি আপনারা GOD শব্দের সাথে 'S যোগ করেন তাহলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হয়ে যায় অথচ আল্লাহ শব্দের কোনো বহুবচন নেই। 'Say... তিনি আল্লাহ এক এবং একমাত্র।' যদি আপনারা God-এর সাথে dess যোগ করেন, তাহলে Goddess অর্থাৎ মহিলা God; অথচ আল্লাহ শব্দের কোনো নারী-পুরুষ হয় না। তিনি নারীও নন নরও নন। আল্লাহ একটি একক শব্দ। যদি আপনারা God-এর সাথে father-শব্দটি যোগ করেন, তাহলে হবে Godfather— যেমন : সে আমার Godfather-সে আমার অভিভাবক। আল্লাহ ফাদার বা আল্লাহ আব্বা বলে ইসলামে কিছু নেই। যদি আপনি God-এর সাথে Mother শব্দটি যোগ করেন, তাহলে হবে Godmother। অথচ আল্লাহ মাদার বা আল্লাহ আম্মা বলে ইসলামে কিছু নেই। আল্লাহ হলো একক শব্দ। যদি

লালচিহ্নিত লাইনগুলিই পত্রিকায় শুধু উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ কথাটি কিন্তু একলাইনের নয়, একাধিক লাইন মিলে বা সবুজ চিহ্নিত লাইনগুলোরও সমন্বয়ে পুরো কথাটির মানে বুঝাচ্ছে। যেখানে বুঝাতে চেষ্টা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর নাম ৯৯টিই, অথচ আংশিক উল্লেখ করে পত্রিকাটি শব্দের মানের বিকৃতি করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিকবার। যা একাধারে মিথ্যাচার, গীবত, কটুক্তি, ভূল তথ্য, উদ্দেশ্যপ্রবনভাবে হেয় করা ইত্যাদির মাঝে পড়ে।

আল্লাহর বানী প্রচার করার কথা বলে যদি এভাবে মিথ্যাচারের মাধ্যমে কূটোকৌশল অবলম্বন করা হয়, তাহলে এধরনের কার্যক্রমই বন্ধ করা প্রয়োজন। আমরা এই সকল কাজের প্রবল নিন্দা জানাই এবং তাদের ইসলাম প্রচারে কাউকে বাধা না দিয়ে বরং তাওবা করে সত্যনিষ্ঠ ইসলাম প্রচারে অভ্যস্ত হতে আহ্বান জানাই।

প্রমানস্বরুপ, ২য় ভলিউমের কাভারের ছবি যোগ করা হল: